কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৯৭.০১.০০২.০৪-৭৪৩ **তারিখ : ১৪-১২-১৬ খ্রিঃ**

বিষয় : উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৬ এর খসড়াটি অধিকতর মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে আপলোড।

উপর্যুক্ত বিষয়ে "উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৬" এর খসড়াটি সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের নিকট হতে অধিকতর মতামতের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হলো।

১৪/১২/১৬
(মুহাম্মদ নেয়ামুল নাসির)
সহকারী বীজতত্ত্ববিদ
ফোন: ৯৫৪৯৬৯১
E-mail: neamuleed@gmail.com

প্রোগ্রামার
আইসিটি শাখা
কৃষি মন্ত্রণালয়।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি বিতরণ :

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩। অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

E:\All letter.doc

উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৬

(PLANT VARIETY AND FARMERS' RIGHTS PROTECTION ACT, 2016)

উদ্ভিদ জাত সম্পর্কিত প্রজননবিদ ও কৃষকের অধিকার সংরক্ষণকল্পে প্রণীত একটি আইন

যেহেতু, কৃষি উন্নয়ন ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় উদ্ভিদ প্রজননের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং কার্যকর উৎসাহ পাইলে এ ধারা আগামী দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকিবার সম্ভাবনা বিদ্যমান;

বীজ উৎপাদন ও বিপণনের বাণিজ্যায়ন তথা প্রজনন ও নির্বাচনের সুফল কার্যকরভাবে কৃষকদের কাছে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য অধিকতর নির্দেশনা ও সহায়তা দান প্রয়োজন;

সরকারি এবং বেসরকারি খাতে জাত উন্নয়ন ও প্রজনন কর্মকাণ্ডে কৃষক ও কৃষক সম্প্রদায়ের উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ এবং তৎসম্পর্কিত জ্ঞানের অপব্যবহার হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন;

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) গঠন সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের অনুসমর্থন রহিয়াছে এবং বাংলাদেশ বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়াবলীর মেধাস্বত্বধিকার (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) সংক্রান্ত চুক্তি অনুসরণে আগ্রহী;

জীব বৈচিত্র্য কনভেনশন (Convention on Biolcgical Diversity) এবং খাদ্য ও কৃষির জন্য উদ্ভিদের কৌলিসম্পদ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি মানিয়া চলিতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং তদনুসারে উদ্ভিদ প্রজাতি ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জ্ঞান বিষয়ে কৃষক অধিকার সংরক্ষণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে এবং

এই আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে "উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ" প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন;

সুতরাং এখন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ধারার আলোকে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদেয় টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উদ্ভিদ প্রজননবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন উদ্ভিদ জাতের উপর প্রজননবিদদের অধিকার সংরক্ষণ এবং এদেশের কৃষক কর্তৃক উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং উদ্ভিদের নূতন জাত উদ্ভাবনের জন্য এসব কৌলিসম্পদ সরবরাহ করার স্বীকৃতি প্রদান ও তাঁহাদের অধিকার সংরক্ষণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া এই আইন এর প্রস্তাব করা হইয়াছে। সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, পরিধি ও প্রয়োগ ঃ

ক) এই আইন ''উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৬" নামে অভিহিত হইবে।
খ) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।
গ) সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ বিষয় প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে বর্ণিত শব্দের সংজ্ঞা নিম্নরূপ হইবে ঃ

ক) **''কর্তৃপক্ষ"** বলিতে এই আইনের ধারা-৩ - এর বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত 'উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' বুঝাইবে;

খ) **''সুবিধা বন্টন (Benefit sharing)" বলিতে কোন জাতের ক্ষেত্রে, প্রজননবিদের** অনুকূলে **আনুপাতিকভাবে পাওয়া লভ্যাংশ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঐ জাতের এজেন্ট বা লাইসেন্স গ্রহীতার নিকট হইতে পাওয়া লভ্যাংশের অনুপাত যাহা আইন দ্বারা নির্ধারিত একজন দাবীদার (কৃষক সম্প্রদায়) কে ভাগ প্রদান বুঝাইবে;**

গ) প্রজননবিদ :

- যিনি বা যাহারা এমন একটি উদ্ভিদ জাত প্রজনন বা উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা বাংলাদেশে সাময়িককালে নূতন,
- যিনি বা যাহারা পূর্বোক্ত ব্যক্তির নিয়োগকারী বা যিনি বা যাহারা তাঁহাকে কর্মসম্পাদনকল্পে নিয়োগ দান করিয়াছেন, অথবা
- যিনি বা যাহারা প্রথম বা দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী;

ঘ) **প্রজননবিদের অধিকার :** এই আইনে প্রতিপাদিত বিধান অনুযায়ী উদ্ভিদ জাতের উপর প্রজননবিদের অধিকার বুঝাইবে;

ঙ) **উদ্ভিদ গণ :** উদ্ভিদ গণ (Plant genus) বলিতে যে সকল উদ্ভিদ কৌলি সম্পদ (plant genetic resources)/ উদ্ভিদ জাত, কৃষি, খাদ্য, ঔষধি, পুষ্টি, বাণিজ্যিক মূল্য ও পরিবেশ রক্ষায় ব্যবহার হয় বা ভবিষ্যতে ব্যবহার হইবে এবং অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান;

চ) **বাণিজ্যিক উদ্ভিদ জাত (Commercial Variety) :** প্রজননবিদ বা কৃষক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের জন্য উদ্ভাবিত জাত যাহা এই আইনের আওতায় সংরক্ষণ করা হইবে;

ছ) **কমিউনিটি** (Community) **জাত :** কমিউনিটি জাত বলিতে দীর্ঘকাল আবাদাধীন জাত বা আদিজাত বা ল্যান্ডরেসকে বুঝাইবে, এবং যাহা এই আইনের দ্বারা সংরক্ষিত নহে। ইহা ছাড়া, যে সকল জাতের অধিকার সংরক্ষণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে, বা যেগুলির সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হইয়াছে- এমন জাতগুলিও কমিউনিটি জাত হিসাবে পরিগণিত হইবে;

Attested

(মোঃ [illegible] উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জ) **নামকরণ** (Denomination) : জাতের ক্ষেত্রে নামকরণ বলিতে সংশ্লিষ্ট জাত বা তাহার বীজ বা বংশবিস্তারক্ষম অংশের নাম যাহা যে কোন ভাষায় লিখিত বর্ণমালা বা যুগপৎভাবে বর্ণমালা ও সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা বুঝাইবে;

ঝ) **কৃষক** : কৃষক হইল বাংলাদেশে বসবাসকারী এমন ব্যক্তি -

(১) যিনি নিজে তাঁহার জমিতে অথবা অন্যের জমিতে শস্য ও উদ্ভিদের চাষাবাদ করিয়া থাকেন;

(২) যিনি অন্য লোক নিয়োগ করিয়া সরাসরি চাষাবাদ কাজের তদারকি করিয়া থাকেন; অথবা

(৩) যিনি এককভাবে বা যৌথভাবে উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলী সনাক্তকরণ ও নির্বাচনের মাধ্যমে বন্য প্রজাতি বা কমিউনিটি জাতসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করেন;

ঞ) **কৃষক অধিকার** : উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সহজলভ্য করিবার ক্ষেত্রে কৃষকদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অবদানের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট এবং এই আইনের প্রতিপাদিত অধিকারকে বুঝাইবে। এই অধিকার হইল সুবিধা বন্টন যাহা কৃষকের উদ্ভিদ সম্পদ প্রজননে ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বীজ সংরক্ষণ, বিনিময় এবং বিক্রয়ের ফলে সৃষ্ট হয় এবং ঝ (৩) এ বর্ণিত ব্যাক্তি যে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারে তাহার অধিকার;

ট) **জার্মপ্লাজম (Germplasm)**: জার্মপ্লাজম বলিতে উদ্ভিদের সমগ্র বা অংশ বিশেষ এবং ইহার বংশ বিস্তারক্ষম অংশ, যেমন বীজ, অঙ্গজ অংশ, কলা (Tissue) ও জীব কোষ (Cell), জিন (Gene), ডিএনএ পর্যায়ক্রম (DNA Sequence) এবং কোন নির্দিষ্ট প্রজাতির সকল প্রকরণ (variants) কে বুঝাইবে;

ঠ) **জিএমও (Genetically Modified Organism)** : কৌলিগতভাবে রূপান্তরিত জীবসত্তা (Organism)। এই প্রাণবান জীবসত্তাকে মলিকুলার (molecular) প্রযুক্তি দ্বারা পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করা হইয়াছে যাহা নূতন ধরনের পদার্থ উৎপন্ন করিতে বা নূতন বৃত্তির প্রকাশ ঘটাইতে সক্ষম;

ড) **জিন তহবিল** বলিতে এই আইনের ধারা - ২২ - এর আওতায় গঠিত জাতীয় উদ্ভিদ জাত উন্নয়ন তহবিলকে বুঝাইবে;

ঢ) **সংরক্ষিত জাত (Protected Variety)** বলিতে এই আইনের আওতায় সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতসমূহকে বুঝাইবে যাহার উপর ধারা-১৩তে বর্ণিত বিধান মতে স্বত্বাধিকারীর পূর্ণ স্বত্ব এবং সুবিধা বহাল থাকিবে, এবং যাহা শুধুমাত্র ধারা ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ২০-এ বিধৃত বিধানমূলে নিয়ন্ত্রিত হইবে;

ণ) রেজিস্ট্রার (Registrar) বলিতে ''উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের'' নিয়োগপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে বুঝাইবে;

ত) রেজিষ্টার (Register) বলিতে সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের জাতীয় নিবন্ধন বহিকে বুঝাইবে: যাহা ধারা-৫ এ বর্ণিত আছে;

থ) বিধি (Regulations) বলিতে এই আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধি বুঝাইবে;

দ) বীজ বলিতে জীবন্ত ভ্রূণ, কোষ, কলা এবং অন্যান্য পদার্থ যাহা হইতে উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং যাহা ফসল আবাদের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা বুঝাইবে; এবং বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭ এবং তৎপরবর্তিতে সংশোধিত বীজ আইনসমূহে বর্ণিত বীজের সংজ্ঞা বুঝাইবে;

ধ) **চিরায়ত জ্ঞান (Traditional Knowledge)** বলিতে জীব বৈচিত্র্য ও জীবজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের জ্ঞান, মেধাগত কর্মানুশীলন ও কৃষ্টি বুঝানো হইয়াছে যাহা লিখিত, মৌখিক, লোককথা ও কাহিনী আকারে প্রচলিত। এই সকল জ্ঞান, মেধাগত কর্মানুশীলন (intellectual practice) ও কৃষ্টি প্রেরণাজাত (intutive) বা যুক্তিজাত (rational), বাস্তব বা রূপক, প্রতীকধর্মী বা রেখাচিত্রমূলক হইতে পারে। এই আইনের জন্য এই ধরনের জ্ঞান, মেধার কর্মানুশীলন ও কৃষ্টি যৌথ উদ্ভাবনের ফলাফল (collective innovation) হিসাবে পরিগণিত হইবে। এই ধরনের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কোন একক ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফল নহে। ইহার বাহিরে অপর সকল জ্ঞান আহরিত জ্ঞানরূপে গণ্য হইবে;

ন) জাত : জাত বলিতে একটি উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তরের উদ্ভিদ দল (taxon) বা সমষ্টিকে বুঝাইবে, যাহা প্রজননকারীর অধিকার মঞ্জুর করার শর্তাবলী পূরণ করিতে পারে বা নাও করিতে পারে এবং

- এক বা একাধিক জিন নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যাবলী দিয়া শনাক্ত করা যায়;
- অনুরূপ অপর উদ্ভিদ দল বা সমষ্টি হইতে অন্ততঃপক্ষে একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা পার্থক্য নিরূপণ করা যায়; এবং
- অব্যাহত বংশ বিস্তারের উপযোগিতার দিক হইতে তাহাকে একটি একক হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

ইহাতে সেই ধরনের কৌলিসম্পদ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে যাহা কোন আবাদি, বা বন্য উৎস হইতে মিউটেশনের মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে যে সকল বৈশিষ্ট্য বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত জাতে জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হইয়াছে এবং যাহা এই ধারায় বর্ণিত তিনটি মানদন্ডের সাথে সংগতিপূর্ণ; এবং বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭ এবং তৎপরবর্তিতে সংশোধিত বীজ আইনসমূহে বর্ণিত বীজের সংজ্ঞা বুঝাইবে;

প) কোম্পানি দ্বারা এমন সকল সংগঠনকে বুঝানো হইয়াছে যাহা ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা বা সমিতি হিসাবে সৃষ্ট এবং পরিচালিত;

ফ) পরিচালক - কোন কোম্পানি বা সংস্থার পরিচালক বলিতে কোম্পানি যে সংস্থা পরিচালনার জন্য শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগকৃত বা মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

৩। কর্তৃপক্ষের গঠন ও ক্ষমতা ঃ

(১) (ক) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ''উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ'' শিরোনামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে যাহা পরবর্তীতে এই আইনের কার্যক্রমের জন্য শুধুমাত্র ''কর্তৃপক্ষ'' হিসাবে বিবেচিত হইবে;

Attested
(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খ) এই কর্তৃপক্ষের একটি পরিচালনা বোর্ড থাকিবে। সরকার বীজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (Stakeholders) প্রতিনিধিত্বকারী ১২ জন সদস্য ও একজন সভাপতি সমন্বয়ে এই বোর্ড গঠন করিবে। প্রয়োজনবোধে সরকার এই বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এই বোর্ডের সভাপতি হইবেন;

গ) কর্তৃপক্ষের 'চেয়ারম্যান' হইবেন একজন প্রথিতযশা ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যাহার দীর্ঘ কর্মের বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশেষ করিয়া উদ্ভিদ জাত উন্নয়ন গবেষণা বা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি রহিয়াছে।

ঘ) কর্তৃপক্ষ হইবে শ্বাশত অধিকার (perpetual successor) এবং সামহিক নামমুদ্রা (common seal) সম্বলিত একটি কর্পোরেট সংস্থা যাহার ক্ষমতায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, ভোগ, হস্তান্তর এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ বা চুক্তি প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা থাকিবে। এই কর্তৃপক্ষের নামে পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা করা যাইবে;

ঙ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

চ) কর্তৃপক্ষ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক আওতায় থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন ইহার চেয়ারম্যান এবং তিনি এই আইনে প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়াও ''বোর্ড'' কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত অপরাপর দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) কর্তৃপক্ষ কৃষি বিজ্ঞান পেশায় স্বনামধন্য একজন ব্যক্তিকে সার্বক্ষণিক সচিব নিযুক্ত করিবেন। তিনি কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের সভাসমূহে সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৪) এই আইনের আওতায় বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করিবার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করিবে;

(৫) উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নির্ধারণ, নিয়োগ, বেতন-ভাতা ও চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াবলী সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশাবলী এবং সরকার অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম সাপেক্ষে পরিচালিত হইবে ;

(৬) এই আইনের কোন বিধানই নূতন উদ্ভিদ জাতের আবেদনকারী বা নূতন উদ্ভিদ জাতের সনদধারীকে এই যাবত গৃহীত ও বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত বীজ, জীব নিরাপত্তা ও জীব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালাসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন আইন ও বিধিমালা মানিয়া চলিতে বিরত রাখিবে না।

৪। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ঃ

(১) উদ্ভিদ প্রজননবিদের অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ সনদ প্রদান এবং এই আইনে বর্ণিত কোন মানদন্ডের খেলাপ বিবেচনায় জাতের নিবন্ধন বাতিলকরণ;

(২) উদ্ভিদ জাত পরীক্ষা ও সনদপত্র মঞ্জুর;

(৩) উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট তথ্যের আদান-প্রদান ও উদ্ভিদ জাত পরীক্ষার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) দেশের বিশেষজ্ঞবৃন্দের সম্পৃক্ততায়, ৭ নং ধারায় উল্লেখ করা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত গণ (Genus) ও প্রজাতি (Species) বিবেচনায় রাখিয়া আবেদন পদ্ধতি উদ্ভাবন;

(৫) অধিকার সীমিতকরণ, বাতিলকরণ বা অকার্যকরণ বিষয়াদির পদ্ধতি নিরূপণ ও বাস্তবায়ন;

(৬) কৃষক অধিকার কার্যকর করিতে পদক্ষেপ নির্ধারণ;

(৭) দেশে প্রচলিত হিসাব ও নিরীক্ষণ পদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই আইনের বিধান অনুযায়ী ''জিন তহবিল'' গঠন ও পরিচালনা;

(৮) প্রয়োজনবোধে জাত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের জন্য অবদানের স্বীকৃতির উদ্ধৃতি প্রদান;

(৯) সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতসমূহের তথ্যাবলী নিবন্ধন বহিতে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি ও প্রবিধি পরিচালনা;

(১০) এই আইন প্রয়োগকালে কোন বিতর্ক দেখা দিলে তাহা সৌহার্দপূর্ণভাবে সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, তবে কোন আপীলকারী তাহার অধিকার রক্ষার্থে আদালতের দ্বারস্থ হইলে, তাহার সেই অধিকার এই আইনের দ্বারা সীমিত হইবে না;

(১১) এই আইনের প্রয়োগ নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(১২) কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান কাজ এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং যাহারা এই আইন অমান্য করিবেন তাহাদেরকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী আদালতের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫। কর্তৃপক্ষের তহবিল

(১) কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি তহবিল থাকিবে। উক্ত তহবিলের অর্থের উৎস হইবে-

i) সরকার কর্তৃক কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত মঞ্জুরী এবং ঋণ;

ii) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ফিস;

Attested

(মোঃ ...উদ্দিন) প্রধান বীজতত্ত্ববিদ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ... বাংলাদেশ সরকার

iii) সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ও অনুদান।

(২) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষের তহবিল কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করা হইবে;

(৩) চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি এই তহবিল হতে পরিশোধ করা হইবে এবং ইহার দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে এই তহবিল ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা বোর্ডের থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়মনীতি ও বিধিবিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

(৪) এই ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প হইতে অর্জিত অর্থের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অংশ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিল/সরকারি হিসাবে জমা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(৫) কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(৬) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

(৭) Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article ২(১) (ন) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব প্রতি বৎসর নিরীক্ষা করা হইবে এবং এতদ্দুশ্যে কর্তৃপক্ষ Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৮) উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা দল কর্তৃপক্ষের যে কোন বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে;

(৯) উল্লিখিত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা দল কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ অর্থ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করতে পারবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য, যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন;

(১০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাণিজ্যিক ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশী সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে (ব্যাখ্যা- আর্থক প্রতিষ্ঠান বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ)-তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে);

(১১) প্রতি অর্থবছরে শেষ হবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করবে;

(১২) সরকার প্রয়োজনমত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ইহার কর্মকান্ড বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন তথ্য, পরিসংখ্যান, হিসাব-নিকাশ, টেন্ডার ডকুমেন্ট, দলিল-দস্তাবেজ বা অন্য কিছু তলব করতে পারবে এবং কর্তৃপক্ষ ইহা সরকারের নিকট প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবে;

(১৩) সরকার যে কোন সময় কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ড অথবা যে কোন প্রকার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে পারবে।

৬। সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতসমূহের জাতীয় নিবন্ধন বহি ঃ

(১) সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতসমূহের জন্য একটি স্থায়ী জাতীয় নিবন্ধন বহি থাকিবে যাহা আগ্রহী ব্যক্তিদের আলোচনা ও নিরীক্ষণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইবে। তবে, প্রজননবিদ যদি ''কর্তৃপক্ষ'' কর্তৃক যুক্তিযুক্তভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিজস্ব জাতের জন্য তথ্য গোপন রাখিতে চায়, তাহা করিতে পারিবে;

(২) ''কর্তৃপক্ষ'' একজন রেজিস্ট্রার নিয়োগ করিবে। তাঁহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ সংক্রান্ত নিবন্ধন অফিসের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালিত হইবে;

(৩) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে নিবন্ধন অফিস (registry) স্থাপিত হইবে।

৭। উদ্ভিদের গণ ও প্রজাতি সংরক্ষণের আওতা ঃ

(১) এই আইনের আওতায় নিবন্ধন করা যাইবে এমন উদ্ভিদ গণ (genus) ও প্রজাতি (species) সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার নিরূপণ করিবে, তবে শুরুতে ১৫টি উদ্ভিদ গণ বা প্রজাতি নিবন্ধনের আওতায় আনিতে হইবে;

(২) এই আইনের উপধারায় বর্ণিত বিধান সত্ত্বেও, আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১০ বৎসরের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকিলে উদ্ভিদ রাজ্যের সকল উদ্ভিদ গণ (genus) ও প্রজাতির জাত (species) সংরক্ষণের (Cataloguing/ Documentation/ Conservation) আওতায় আনিতে হইবে।

৮। নিবন্ধনের যোগ্যতা এবং পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য বিষয়াবলী ঃ

(১) নূতন উদ্ভিদ জাত প্রজনন বা উদ্ভাবনকারী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণের জন্য আবেদনের যোগ্য বিবেচিত হইবেনঃ

ক) বাংলাদেশী নাগরিক অথবা বৈধ ব্যক্তি যাহার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত;

খ) অন্য কোন দেশের নাগরিক বা বৈধ ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে প্রধান কার্যালয় আছে এমন বাংলাদেশী নাগরিক বা বৈধ ব্যক্তিকে ঐ দেশে উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণের আবেদন করিতে অনুমতি দিয়াছেন;

গ) উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা চুক্তির শরিক দেশের নাগরিক এবং অনুরূপ চুক্তিতে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়;

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঘ) এই আইনের আওতায় বাংলাদেশী নাগরিক অথবা বৈধ ব্যক্তিকে প্রদত্ত অধিকার, আচরণ ও দায়িত্ব অন্যান্য দেশের নাগরিক ও বৈধ ব্যক্তিকেও প্রদান করা হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ সরকারের বীজ আইন, সাধারণ আইন ও কোম্পানি বিষয়ক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হইলে সাময়িক নিবন্ধন বাতিল করা যাইবে।

(২) এই ধারার ১ উপধারায় যাহাই বর্ণিত হউক না কেন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ আবেদনের জন্য বিবেচিত হইবেন না:

ক) এই আইন বা বাংলাদেশের বীজ সংক্রান্ত অন্য কোন আইনভঙ্গকারী ব্যক্তি;

খ) যে সকল আবেদনকারী নিম্নে বর্ণিত তথ্য সরবরাহে ব্যর্থ হইবেন -

অ) আবেদনকৃত জাতটির প্রজননে কৃষকের জ্ঞান এবং/অথবা জার্মপ্লাজম ব্যবহারের প্রমাণ দাখিল;

আ) কৃষকের জ্ঞান বা জার্মপ্লাজম ব্যবহারে কৃষক অথবা কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সুবিধা বন্টন সংক্রান্ত শর্তাবলী ও অনুমতির উল্লেখসহ চুক্তিনামা দাখিল (কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে)। অথবা বাংলাদেশের বাহির হইতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকা দরকার যে, ঐ উপকরণাদি উৎস দেশের আইন অনুযায়ী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহা হইতে উদ্ভাবিত উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণের জন্য আবেদনকারীর অনুকূলে আবেদনের অনুমতি রহিয়াছে। যে সকল দেশে জীব বৈচিত্র্য কনভেনশন (convention on biological diversity) অথবা খাদ্য ও কৃষির জন্য উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে আইন কার্যকর রহিয়াছে, কেবল সেই সকল দেশের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে;

(গ) আবেদনকারী যে ডিএনএ রেস্ট্রিকশন টেকনোলজি ব্যবহার করিয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন এমন জাত (V-GURT বা টারমিনেটর টেকনোলজি) সংরক্ষণের জন্য আবেদন করেন, কেননা এই ধরনের উদ্ভিদ জাত প্রথম প্রজন্মের পরেই বন্ধ্যা হইয়া যায়।

(৩) একাধিক প্রজননবিদ সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের অধীনে নূতন উদ্ভিদ জাত উদ্ভাবন করিলে তাঁহারা যৌথভাবে আবেদন করিতে পারিবেন। যৌথভাবে প্রজননকারীদের কোন একজন যদি আবেদনে অনাগ্রহী হন অথবা তাঁহার সহিত যোগাযোগ করা সম্ভব না হয় অথবা তাঁহার আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে, এইরূপ ক্ষেত্রে অপরাপর প্রজননবিদগণ সহ-প্রজননবিদদের স্বীকৃতিসহ সহযোগিতার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত ঐ উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণের জন্য বা স্বীকৃতির উদ্ধৃতি (citation of recognition) -এর জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কোন নূতন উদ্ভিদ জাত যৌথভাবে উদ্ভাবনের সহিত জড়িত প্রজননবিদ, যৌথ আবেদন দাখিল না করিলেও, সংরক্ষিত জাতের নিবন্ধন বহিতে এতদ্‌সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশের পূর্বে যে কোন সময় অনুরূপ আবেদন পেশ করিতে পারিবেন;

(৪) নূতন উদ্ভিদ জাত উদ্ভাবনের জন্য চাকুরি বা ভাড়ার চুক্তিতে নিয়োজিত কোন কর্মচারী বা চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি যদি কোন উদ্ভিদ জাত প্রজনন করেন, তবে যদি তাহাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে অন্য কোনরূপ শর্ত না থাকে তাহা হইলে, সংরক্ষণের জন্য আবেদনের অধিকার সংশ্লিষ্ট চাকুরিদাতা বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(৫) রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারি কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নূতন উদ্ভিদ জাত উদ্ভাবিত হইলেও, তাহা সংরক্ষণের জন্য তাঁহার আবেদন করিবার অধিকার থাকিবে না। রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তায় বা সরকারি আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা বা উন্নয়ন তহবিল হইতে সহায়তাপুষ্ট উদ্ভাবিত যে কোন নূতন উদ্ভিদ জাত বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং ইহার অধিকার সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রজননবিদের নামে পরিচালিত হইবে, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান বা প্রজননবিদগণ সরকারের পক্ষে ঐ উদ্ভিদ জাতটি বাণিজ্যিক বিপণন করিতে পারিবেন।

৯। সংরক্ষণের শর্তাবলী ঃ

উদ্ভিদ জাতের জন্য সনদ কেবলমাত্র তখনই প্রদান করা হইবে যখন সেই জাতটি (ক) নূতন (খ) সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র (গ) সমরূপ (ঘ) স্থায়ী এবং (ঙ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী নামকৃত।

(ক) নতুনত্ব (Novelty):

১. সেই উদ্ভিদ জাতকে নতুন বলিয়া গণ্য করা হইবে যাহার বীজ বা ফসল আবেদনপত্র দাখিলের তারিখে বা কোন ক্ষেত্রে তৎপূর্বে, প্রজননবিদের অনুমতিক্রমে কৃষকদের নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হয় নাই -

অ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আবেদন দাখিলের সময় বা আবেদনপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী এক বৎসর কালের মধ্যে;

আ) বাংলাদেশের বাহিরে আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী চার বৎসর সময়সীমার মধ্যে অথবা বৃক্ষ ও লতাজাতীয় গাছের (vines) ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের ছয় বৎসর পূর্বে এবং

ই) কোন উদ্ভিদ জাতের গণ বা প্রজাতি রক্ষণাবেক্ষণের প্রথম তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর, উপরে বর্ণিত (অ) ও (আ) উপ-ধারায় বর্ণিত নবায়ন মেয়াদ দ্বিগুণ বর্ধিত হইবে।

২. অন্যের নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তরের ফলে নতুনত্ব ক্ষুণ্ন হইবে না, যদি-

অ) এই মর্মে চুক্তি হইয়া থাকে যে, প্রজননবিদ বা তাঁহার উত্তরসূরির পক্ষে কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ জাতের বীজ উৎপাদন করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে উৎপন্ন সামগ্রী প্রজননবিদ বা তাঁহার উত্তরসূরির নিকট প্রত্যার্পিত হইবে;

আ) সংবিধি বা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা পূরণের অংশ হইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া জীবজ নিরাপত্তা (biological security) প্রতিষ্ঠার জন্য পরীক্ষা বা ব্যবসার অনুপ্রবেশের জন্য জাতটি সরকারি তালিকা বহিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয় হইয়া থাকে।

Attested

মোঃ [illegible]
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(খ) সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য (Distinctness):

আবেদনপত্র দাখিলকালে জানা মতে (common knowledge) বর্তমানে বিদ্যমান অপরাপর জাত হইতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা যায় এমন জাতকে স্বাতন্ত্র্য জাত বলা হইবে। কোন জাত কোন দেশে অধিকার মঞ্জুরি বা সরকারি নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদন করিলে সেই জাতটি আবেদনের দিন হইতে জ্ঞাত জাত বলিয়া অভিহিত হইবে।

(গ) সমরূপতা (Uniformity):

উদ্ভিদ জাতের বৈশিষ্ট্য বলিতে পর্যাপ্তভাবে সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইলে তাহাকে সমরূপ বলিয়া গণ্য করা হইবে। তবে নির্দিষ্ট কোন বংশ বিস্তার পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিলেও এই বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকিবে।

(ঘ) স্থায়িত্ব (Stability):

পুনঃ পুনঃ বংশ বিস্তার বা নির্দিষ্ট বংশ বিস্তার চক্রের শেষ ধাপে যদি কোন উদ্ভিদ জাতের মূল বৈশিষ্ট্যাবলী অপরিবর্তিত থাকে, সেই জাতের বৈশিষ্ট্যাবলী স্থায়ী হিসাবে গণ্য হইবে।

(ঙ) নামকরণ (Denomination):

১) প্রতিটি জাত একটি নাম দ্বারা চিহ্নিত হইবে, যাহা হইবে ঐ জাতের গোষ্ঠী সমন্বীয় নাম (generic designation)। একবার নিবন্ধিত হইলে, জাতটির নামের উন্মুক্ত ব্যবহার নূতন উদ্ভিদ জাত সনদের মেয়াদে বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরেও ব্যাহত হইবে না;

২) নামকরণ এমন হইবে যাহাতে সহজেই জাতটি শনাক্ত করা যায়। জাতের নাম শুধু সংখ্যাসর্বস্ব হইবে না এবং এই নামকরণ জাতের বৈশিষ্ট্য, জাতের মূল্য বা পরিচিতি বা প্রজননবিদের পরিচিতি লইয়া কোন প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবে না। একই উদ্ভিদ প্রজাতি বা একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত প্রজাতির বিদ্যমান কোন জাতের নামকরণ হইতে তাহা ভিন্নতর হইতে হইবে। কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে ইতিমধ্যে যদি কোন একটি নাম চালু থাকে, তবে কর্তৃপক্ষ ঐ নাম প্রত্যাখ্যান করিবে;

৩) প্রজননবিদ কর্তৃক প্রস্তাবিত নামকরণে এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারায় বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ না হইলে, কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রজননবিদকে অন্য কোন নাম প্রস্তাব করিতে বলিবে। প্রজননবিদের অধিকার মঞ্জুর হওয়ার সাথে সাথে কর্তৃপক্ষ ঐ নামে জাতটিকে নিবন্ধনভুক্ত করিবে;

৪) যদি, পূর্ব অধিকারের কারণে, কোন ব্যক্তির জন্য কোন উদ্ভিদ জাতের নামের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়, তবে কর্তৃপক্ষ প্রজননবিদকে সংশ্লিষ্ট জাতের নূতন নামকরণের জন্য প্রস্তাব দাখিল করিতে বলিবে। নামকরণ গৃহীত হইবার পর যদি দেখা যায় যে, প্রার্থী মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নিয়া সত্য গোপন করিয়াছেন এবং কৃষকের ব্যবহৃত উদ্ভিদ জাতের নাম অবৈধভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তবে কর্তৃপক্ষ শুধু নামটিকেই অকার্যকর করিবে না বরং প্রার্থীর উপর শাস্তিও আরোপ করিবে;

৫) উদ্ভিদ জাতের নাম নিবন্ধনের আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার কোন কারণ না থাকিলে, কর্তৃপক্ষ এই ধরনের আবেদন জাতীয় পত্রিকায় প্রচার করিবে।

৬) এই অনুচ্ছেদের ৫ম ধারা অনুযায়ী জাতের নিবন্ধন সংক্রান্ত আবেদন প্রকাশিত হইবার ৬০ দিনের মধ্যে বৈধ দলিলপত্রসহ কোন ব্যক্তি জাত সংরক্ষণ মঞ্জুরির বিরোধিতা করিতে পারিবেন;

৭) সনদকালীন মেয়াদে ও সনদ উত্তীর্ণ হইবার পরেও জাতটির নিবন্ধিকৃত নাম ব্যবহার করিয়া তাহা বিক্রয় বা বিপণন করা যাইবে। প্রজননবিদ বা তাহার এজেন্ট আইনানুযায়ী জাতটির ট্রেড মার্ক আইন অনুযায়ী ট্রেড মার্ক গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ জাত বিক্রয় বা বিপণন করিতে পারিবেন, তবে নিবন্ধিত জাতের নাম যেন সহজেই সনাক্ত করা যায়, তাহা অবশ্যই নিশ্চিত করিতে হইবে।

১০। অগ্রাধিকার ঃ

(১) ধারা-৮ এর ১ (খ) ও (গ) এ বর্ণিত মানদন্ড পূরণ করিয়া কোন প্রজননবিদ কোন দেশে আবেদন দাখিল করিলে, এমনকি বাংলাদেশে ঐ জাতটি সংরক্ষণের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রেও, তিনি ১২ মাস মেয়াদের অগ্রাধিকার ভোগ করিবেন। প্রথম আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ হইতে এই মেয়াদ গণনা করা হইবে। পরবর্তী আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন দাখিলের দিবস গণনায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না। এই বিধান বাংলাদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একই জাতের জন্য প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে প্রযোজ্য হইবে;

(২) অগ্রাধিকার দাবী নিশ্চিত করিতে প্রজননবিদকে, প্রথম আবেদনে উল্লিখিত দেশ ও আবেদন দাখিলের তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে পরবর্তী আবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

১১। জাত সংরক্ষণ নিবন্ধনের জন্য আবেদন ঃ

(১) প্রার্থীকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে। আবেদনে নিম্নেবর্ণিত বিষয়াবলী সন্নিবেশিত থাকিবে :

অ) প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা (বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্থান এবং ইহার প্রতিনিধির নাম);

Attested

আ) উদ্ভিদ জাতটির প্রজনন বা উন্নয়নকারীর নাম ও ঠিকানা (যদি তিনি একজন প্রার্থী না হইয়া থাকেন);
ই) উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাসে ইহার পরিচিতি (বৈজ্ঞানিক নাম ও সাধারণ নাম);
ঈ) জাতের জন্য প্রস্তাবিত নাম;
উ) আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ;
ঊ) ধারা-১০ - এর আলোকে অগ্রাধিকার তারিখের উপর ঐচ্ছিক দাবি;
ঋ) উদ্ভিদ জাতের আলোকচিত্র ও নমুনা; আবেদন 'ফিস' পরিশোধের প্রমাণপত্র ; এবং
এ) এই আইনের বিধি দ্বারা উল্লেখিত অন্য কোন তথ্যাবলী।

(২) ধারা ৮(৩) অনুযায়ী উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণের অধিকার যখন যৌথভাবে একাধিক প্রজননবিদের উপর বর্তায়, তখন সকল সহযোগী প্রজননবিদ যৌথভাবে একটি আবেদন দাখিল করিবেন;

(৩) প্রজননবিদ উদ্ভিদ জাতের কারিগরি বিবরণ এবং প্রজনন পদ্ধতির বিবরণ 'উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' - এর নিকট দাখিল করিবেন;

(৪) **সাময়িক সংরক্ষণ :** আবেদন প্রকাশের তারিখ হইতে উক্ত আবেদনের বিষয়ে যতদিন পর্যন্ত না কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ততদিন পর্যন্ত আবেদনকৃত জাতটির আবেদন কৃতকার্য হইয়াছে এমনভাবে সংরক্ষিত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১২। আবেদনপত্র পরীক্ষণ ঃ

(১) কর্তৃপক্ষ জাতস্বত্ব সংরক্ষণের আবেদনপত্র গ্রহণ করিবে। প্রত্যেকটি আবেদন ধারা-৯ এ বর্ণিত মানদন্ড (criteria) অনুসারে পরীক্ষা করিবার জন্য একজন পরীক্ষক নিয়োগ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ জাত সংরক্ষণের জন্য প্রাপ্ত সকল আবেদনপত্র জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করিবে এবং এই বিজ্ঞাপন যাহাতে সর্বাধিক সংখ্যক সর্বসাধারণের গোচরীভূত হয় সেই জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উদ্ভিদ জাত পরীক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে। প্রার্থিত জাতের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ কোন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, বীজ উৎপাদক সংস্থা বা বাংলাদেশ বা বিদেশের কোন ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে পারিবে।

(৪) পরীক্ষার প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারীকে পূর্বে পরিচালিত সম্পূর্ণ, চলমান, প্রত্যাখ্যাত বা প্রত্যাহারকৃত যে কোন পরীক্ষা প্রতিবেদনসহ সমস্ত তথ্য, দলিলপত্র ও প্রতিবেদন দাখিল করিতে বলিতে পারে। প্রস্তাবিত জাতটি যদি জি.এম.ও (GMO) হয় সেইক্ষেত্রে পরীক্ষণকালে সম্ভাব্য পরিবেশগত বা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সম্পর্কে জীব নিরাপত্তা নির্দেশিকা/ আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৫) বাংলাদেশের বাহিরে কোথাও একই উদ্ভিদ জাতের সংরক্ষণের আবেদন প্রত্যাহার, পরিত্যাগ বা বাতিল হইলে অথবা অন্য কোন দেশে একই জাত সংরক্ষণের আবেদন দাখিল করা হইলে, বাংলাদেশে উক্ত জাতের আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিবার যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(৬) আবেদনকারী এই আইন বলে কর্তৃপক্ষ প্রণীত ও অনুমোদিত নীতিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি, শর্ত ও নির্ধারিত হারে সংশ্লিষ্ট সকল পরীক্ষার খরচ নির্বাহ করিবে। জাত সংরক্ষণ 'ফিস' - এর পরিমাণ ও তাহা পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে।

১৩। প্রজননবিদের অধিকারের পরিসর ঃ

(১) নূতন উদ্ভিদ জাত সনদপ্রাপ্ত প্রজননবিদ সংরক্ষিত জাতটি বাণিজ্যিক ব্যবহারের একচ্ছত্র (exclusive) অধিকার ভোগ করিবেন। এই আইনের ১৪ ও ১৫ ধারা সাপেক্ষে সংরক্ষিত জাতটির বীজ ব্যবহারে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রজননবিদের অনুমোদন (authorization) প্রয়োজন হইবে :

ক) উৎপাদন ও পুনরোৎপাদন (সংখ্যা বৃদ্ধি);
খ) বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত অবস্থায় আনয়ন করা (conditioning);
গ) বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন ও প্রস্তাব;
ঘ) বিক্রয় অথবা অন্যভাবে বিপণন;
ঙ) রপ্তানি-আমদানি এবং
চ) 'ক' থেকে 'ঙ' পর্যন্ত বর্ণিত যে কোনটির উদ্দেশ্যে মজুদকরণ।

(২) লাইসেন্স চুক্তিতে বর্ণিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা অনুসরণ সাপেক্ষে কোন প্রজননবিদ তাহার প্রাধিকার অর্পণ (authorization) করিতে পারেন।

(৩) ১৩(১) এ বর্ণিত অধিকারসমূহ ছাড়াও, যদি কোন প্রজননবিদ বীজের উপর তাহার স্বত্ব প্রয়োগের যথাযথ সুযোগ না পাইয়া থাকেন, সেই ক্ষেত্রে সংরক্ষিত জাতটির বীজ অননুমোদিতভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সংগৃহীত ফসলের উপর এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে সংগৃহীত ফসল হইতে সরাসরি উৎপন্ন দ্রব্যের (products) উপরও আলোচনার ভিত্তিতে বা দরখাস্তের ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রাপ্য হইবেন। প্রজননবিদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন এমন কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদন করিলে প্রজননবিদের অধিকার প্রযোজ্য হইবে না।

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(৪) ক) এই ধারায় বর্ণিত বিধানসমূহ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে :

অ) সংরক্ষিত জাত হইতে অপরিহার্যভাবে উদ্ভূত জাত (essentially derived variety) যেখানে সংরক্ষিত ঐ জাতটি অপরিহার্য উদ্ভূত জাত নহে;

আ) ৯ (খ) ধারা অনুসারে সংরক্ষিত জাতটি হইতে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা যায় না এমন জাত, এবং

ই) সংরক্ষিত জাত বার বার ব্যবহার করিয়া উৎপন্ন জাত।

খ) এই ধারার (৪) উপধারার জন্য, একটি উদ্ভিদ জাত অন্য একটি জাত (প্রাথমিক জাত) হইতে অপরিহার্যভাবে উদ্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে, যখন-

অ) জাতটি মূলত প্রাথমিক জাত হইতে অথবা অন্য কোন জাত যাহা নিজেই মূলত প্রাথমিক জাত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এমন জাত হইতে উৎপন্ন হয়, যাহাতে প্রাথমিক জাতের জেনোটাইপ (genotype) বা জেনোটাইপসমূহের সংযোগের ফলে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশিত হয়;

আ) প্রাথমিক জাত হইতে স্পষ্টভাবে পৃথকযোগ্য; এবং

ই) জাত সংশ্লেষণ (derivation) কালে সৃষ্ট পার্থক্যসমূহ ব্যতীত, আলোচ্য জাতটির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যাবলী প্রাথমিক জাতের সহিত সংগতিপূর্ণ যাহা প্রাথমিক জাতের জেনোটাইপ বা জেনোটাইপসমূহের সংযোগের মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছে;

গ) অপরিহার্যভাবে উদ্ভূত জাতসমূহ প্রাকৃতিক বা আবিষ্ট মিউটেন্ট (mutant) বা সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়্যান্ট (Somaclonal variant) বা প্রাথমিক জাতের উদ্ভিদ হইতে প্রাপ্ত কোন ভ্যারিয়্যান্ট, ব্যাকক্রসিং অথবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে সৃষ্ট রূপান্তরণ হইতে নির্বাচনের মাধ্যমে পাওয়া যাইতে পারে।

১৪। প্রজননবিদের অধিকারের ব্যতিক্রম ঃ

(১) পরবর্তী মৌসুমসমূহে নিজস্ব উৎপাদনের জন্য কৃষকের প্রয়োজনে উৎপাদিত কোন সংরক্ষিত জাতের বীজ বা রোপণ দ্রব্য সংরক্ষণ এবং অবাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত জাতসমূহের বীজের ব্যবহার এই আইনের ২০ ধারায় বর্ণিত কৃষকের অধিকার এই আইনের কোন কিছুর মাধ্যমে খর্ব হইবে না। প্রয়োজনীয় বিধির মাধ্যমে সরকার এই ব্যতিক্রমকে কোন ফসল বা তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমিত করিতে পারে;

(৩) পরবর্তী প্রজনন, ব্যক্তিগত এবং অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত জাতের ব্যবহার এই অধিকারের আওতায় পড়িবে না।

১৫। প্রজননবিদের অধিকার নিঃশেষ প্রাপ্তি ঃ

(১) সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের কোন দ্রব্য (material) বা ১৩.৪ ধারা অনুসারে কোন উদ্ভিদ জাত যাহা প্রজননবিদ কর্তৃক অথবা তাহার সম্মতি সাপেক্ষে বাংলাদেশে বিক্রয় বা বিপণন করা হইয়াছে অথবা ঐ দ্রব্য হইতে উৎপন্ন কোন দ্রব্য, প্রজননবিদের অধিকার হিসাবে প্রযোজ্য হইবে না, যদি না এমন কার্যক্রমে -

ক) ঐ দ্রব্যসমূহ আবার বংশ বিস্তারে ব্যবহৃত হয়, অথবা

খ) ঐ দ্রব্যসমূহ রপ্তানিকৃত দেশে, যে দেশে ঐ জাতটির গণ বা প্রজাতি সংরক্ষণের আওতাভুক্ত নহে, ভোগে (consumption) ব্যবহৃত না হইয়া আবার বংশ বিস্তারে ব্যবহৃত হয়।

(২) ধারা ১৫(১) এ ব্যবহৃত দ্রব্য - এর অর্থ হইল, একটি উদ্ভিদ জাতের ক্ষেত্রে :

ক) যে কোন ধরনের বংশ বিস্তারক্ষম দ্রব্য,

খ) সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা ইহার অংশ বিশেষসহ সংগৃহীত দ্রব্য; এবং

গ) সংগৃহীত ফসল হইতে সরাসরি তৈরি কোন পণ্য।

১৬। প্রজননবিদের অধিকারের সীমাবন্ধন ঃ

(১) বাংলাদেশের "উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ" জনস্বার্থে প্রজননবিদের অধিকার নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে সীমিত করিবার কর্তৃত্ব রাখে :

ক) যখন মানুষের রোগ প্রতিরোধ, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের কল্যাণ বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়,

খ) একতরফা বাণিজ্যের অপব্যবহার রোধে; অর্থাৎ যদি সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের বীজের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপর্যাপ্ত রাখিয়া বাজারে বীজের দাম বাড়ানো হয়, অথবা যদি নূতন উদ্ভিদ জাত সনদ প্রদানের তিন বৎসরের মধ্যে উদ্ভিদ জাতটি বাংলাদেশে বাজারজাত না করা হয়; এবং

গ) রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যে কোন সংকট মোকাবিলায়।

(২) কর্তৃপক্ষ এই আইনের ১৬(১) ধারা মতে, সরকারি অনুমোদনক্রমে জিএমও জাতসহ সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত কোন জাতের উৎপাদন, বিক্রি, বিতরণ, আমদানি এবং ব্যবহারে প্রজননবিদের অধিকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সীমিত এবং নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

Attested
(মোঃ ... উদ্দিন)
প্রধান বীজ ...
বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(৩) কর্তৃপক্ষ ধারা-১৬ এর ১(খ) এবং ১ (গ) উপ-ধারা অনুসারে সীমাবদ্ধতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রজননবিদের অধিকার সীমিত করিয়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করিতে পারে। নিম্ন শর্তসমূহের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স প্রদান করা যাইতে পারে :

ক) বিবাদমান পক্ষসমূহের মধ্যে আপস নিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট সময় চেষ্টার পর;

খ) প্রজননবিদের জন্য ন্যায়সঙ্গত পারিতোষিক ধার্য করিয়া; এবং

গ) নূতন উদ্ভিদ জাত ছাড়করণ সনদ প্রদানের তিন বৎসর পূর্বে নহে।

লাইসেন্সটি নিরঙ্কুশ (non-exclusive) ভিত্তিতে কার্যকর হইবে এবং এই ধরনের অবস্থার কারণগুলি যখন আর বিদ্যমান থাকিবে না তখন হইতে ইহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। প্রজননবিদের অধিকারের মেয়াদ ঃ

(১) কোন উদ্ভিদ জাতের জন্য অধিকার সংরক্ষণের সময়সীমা হইবে নিম্নোরূপ :

ক) ফলদ বৃক্ষ, অন্যান্য বৃক্ষ প্রজাতি এবং বহুবর্ষী লতানো প্রজাতির জন্য ২০ বৎসর; এবং

খ) অন্য সকল উদ্ভিদ প্রজাতির জন্য ১৫ বৎসর।

এই সময়সীমা প্রাথমিক আবেদন করিবার তারিখ অথবা ধারা-১০ এ বর্ণিত অগ্রাধিকার তারিখের মধ্যে যেইটি সর্বাগ্রে সেইটি হইতে গণনা করা হইবে।

১৮। অকার্যকরণ (Nullity)ঃ

(১) কর্তৃপক্ষ প্রজননবিদের অধিকার অকার্যকর ও বাতিল ঘোষণা করিবে যখন প্রমাণিত হইবে যে :

ক) নূতন উদ্ভিদ জাত সনদ প্রদানের সময় বর্ণিত জাতটি নূতন বা স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ছিল না;

খ) সনদটি যাহাকে প্রদান করিবার কথা, তাহার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইয়া থাকিলে, যদি সনদটি যথার্থ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর না করা হয়;

(২) প্রজননবিদের যে অধিকার আইনত বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, সেই অধিকার কখনই প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(৩) কোন ব্যক্তি যাহার আইনসংগত স্বার্থ রহিয়াছে, তিনি কোন প্রজননবিদের অধিকার অকার্যকর ঘোষণার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করিতে পারেন;

(৪) এই ধারায় বিধৃত কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন প্রজননবিদের অধিকার অকার্যকর করা যাইবে না।

১৯। বাতিলকরণ (Cancellation)ঃ

(১) কর্তৃপক্ষ প্রজননবিদের অধিকার বাতিল করিবে, যখন ইহা প্রমাণিত হইবে যে, উদ্ভিদ জাতটি আর সমরূপ এবং স্থায়ী নহে;

(২) ইহা ছাড়াও নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রজননবিদের অধিকার বাতিল করিতে পারে; যখন-

ক) উদ্ভিদ জাতটির রক্ষণাবেক্ষণ যাচাইয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রজননবিদ যদি প্রয়োজনীয় তথ্য, নথি এবং বীজ দ্রব্য ''উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ''কে সরবরাহ না করেন;

খ) প্রজননবিদ যদি তাঁহার অধিকার বলবৎ রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় নিবন্ধন 'ফি' নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হন;

গ) অধিকার প্রদানের পর কোন উদ্ভিদ জাতের নাম বাতিল করা হইলে, প্রজননবিদ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আর একটি উপযুক্ত নাম প্রস্তাব না করেন;

ঘ) ধারা-২৪ অনুসারে প্রজননবিদ যদি কোন জাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করেন।

(৩) এই ধারার ১ ও ২ নং উপ-ধারায় বিধৃত কারণগুলিতেই শুধু একজন প্রজননবিদের অধিকার বাতিল করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে অধিকার বাতিল করিবার আগে অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে এবং সেইগুলি মানিয়া নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সময় দিতে হইবে।

(৪) স্বত্বাধিকারী যে কোন সময় কর্তৃপক্ষের বরাবরে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তাঁহার জাত নিবন্ধন প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৫) অধিকারের তালিকা বহিতে অন্তর্ভুক্ত হইবার দিন হইতে অথবা এই ধারার ১, ২ ও ৩ নং উপ-ধারায় বিধৃত শর্তসমূহ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত তারিখ হইতে প্রজননবিদের অধিকার বাতিল কার্যকর হইবে।

২০। কৃষক অধিকার ঃ

''উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ'' কৃষকের অধিকার নিম্নোক্তভাবে রক্ষা এবং ত্বরান্বিত করিবে -

(১) খাদ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সম্পর্কিত চিরায়ত জ্ঞান সংরক্ষণে কৃষক ও কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকার;

(২) উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভূত সুবিধা বণ্টনে অংশগ্রহণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার;

(৩) উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ সংরক্ষণ এবং ইহার টেকসই ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের অধিকার;

মোঃ আজিজ...
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(৪) কৃষক সম্প্রদায় কর্তৃক ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত উদ্ভিদ জাতসমূহের কোনটির নাম যদি সরকারি বা বেসরকারি (formal sector) প্রজননবিদগণ কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয়, তবে তাহা বাতিল অথবা/এবং ইহার উপযুক্ত শাস্তি দাবি করিবার অধিকার;

(৫) বাণিজ্যিক বিপণনের উদ্দেশ্যে নিবন্ধনকৃত কোম্পানি কর্তৃক বর্ধন ব্যতীত সংরক্ষিত জাতের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবহার, বিনিময় এবং বিক্রয়ের অধিকার;

বাণিজ্যিক বিপণন ব্যবস্থায় বীজ বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করা বলিতে বুঝায় :

- যে কোনভাবে চিহ্নিত বা সীল করা;
- উৎপাদক অথবা ব্যবসার প্রতীক সম্বলিত পাত্রে প্যাকেটজাত করা; অথবা
- বিক্রয় বা বিপণনের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া।

(৬) উদ্ভিদ জাত সম্পর্কিত অধিকারসমূহ ভোগ করিবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি ব্যবহারের অধিকার।

২১। নূতন উদ্ভিদ জাতের স্বীকৃতির উদ্ধৃতি ঃ

(১) নূতন উদ্ভিদ জাত উদ্ভাবনে কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সংস্থার অবদানকে উৎসাহিত ও স্বীকৃতিদান করিতে কর্তৃপক্ষ ''স্বীকৃতির সনদ" (citation of recognition) প্রদান করিবে;

(২) প্রজননবিদ কর্তৃক উদ্ভাবিত কোন উদ্ভিদ জাত যা নূতন জাত হিসাবে সনদ পাওয়ার যোগ্য কিন্তু সংরক্ষণের দাবী জানানো হয় নাই, তাহা স্বীকৃতির উদ্ধৃতি প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ঐ জাতটি জাতীয় সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে;

(৩) স্বীকৃতির উদ্ধৃতির সনদে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকিবে ঃ

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরিত সনদটি উদ্ভিদ বীজ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হইবে; এবং

খ) দেশে উদ্ভিদ জাতটির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

(৪) স্বীকৃতির উদ্ধৃতি গ্রহীতা তাহার শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে কর্তৃপক্ষ অথবা/এবং সরকারের গবেষণা সম্পর্কিত অনুদান পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এইক্ষেত্রে অনুদান গ্রহীতার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাতিষ্ঠানিক অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক (বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান অথবা কৃষক সম্প্রদায়) যে কোনটি হইতে অর্জিত হইতে পারে।

২২। জিন তহবিল ঃ

কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত তহবিল ও সম্পদের সমন্বয়ে একটি ''জিন তহবিল" গঠন করিবে :

(১) ক) জাত নিবন্ধন ও সংরক্ষণের জন্য আবেদনকারীর নিকট হইতে 'ফিস' হিসাবে গৃহীত অর্থ;

খ) সরকার কর্তৃক নিয়মিত প্রদত্ত রাজস্ব ও উন্নয়ন খাত হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

গ) সরকার কর্তৃক মাঝে মধ্যে প্রদত্ত ভর্তুকি ও মঞ্জুরিসমূহ;

ঘ) কর্তৃপক্ষ এবং ইহার কার্যক্রম উন্নয়নের স্বার্থে সরকার, দাতা গোষ্ঠী এবং সাধারণ নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত দান; এবং

ঙ) এই তহবিল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সুবিধা ও মুনাফা হইতে আহরিত অর্থ।

(২) পূর্বোক্ত ধারায় বর্ণিত অর্থ ও সম্পদসমূহ এই তহবিলে গচ্ছিত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ গবেষণা ও বিধিগত (regulatory) কর্মসূচির ব্যাপক বাস্তবায়নে এই অর্থ ব্যবহার করিবে। কর্তৃপক্ষ হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণের (audit and accounts) যথাযথ ব্যবস্থাসহ জিন তহবিল পরিচালনা ও বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় মানদন্ড ও বিধি বিধান প্রণয়নে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে;

(৩) এই আইন বর্ণিত কোন ধারা প্রজননবিদের গবেষণার তহবিল সৃষ্টিতে ''জিন তহবিল" হইতে সরাসরি মঞ্জুরি অথবা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণের অধিকার সীমাবদ্ধ করিবে না।

২৩। শাস্তি ঃ

(১) কোন ব্যক্তি যদি -

ক) উদ্ভিদ জাতের মিথ্যা নামকরণ করিয়া; অথবা

খ) এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত কোন জাতের বাণিজ্যিক ব্যবহারকালে কোন দেশ বা স্থানের মিথ্যা নাম বা প্রজননবিদের মিথ্যা নাম ও ঠিকানা সন্নিবেশ করিলে ঐ ব্যক্তি দন্ডিত হইবে; এই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সর্বনিম্ন তিন মাস হইতে সর্বোচ্চ দুই বৎসরের কারাদন্ডে এবং সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ হইতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানায় দন্ডিত হইবে। যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে, উক্ত প্রতারণা তাহার ইচ্ছাকৃত ছিল না তবে সে দন্ডিত হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি যদি -

এই আইন অনুসারে নিবন্ধিত কোন জাতের মিথ্যা নাম ব্যবহার অথবা জাত উৎপাদনের দেশ বা স্থানের নাম অথবা প্রজননবিদের নাম, ঠিকানা মিথ্যা অথবা বিকৃত করিয়া ঐ জাত বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, অথবা বিক্রয়ের জন্য দখলে বা যে কোনরূপ বাণিজ্য অথবা উৎপাদনের জন্য রাখে, যদি না তিনি প্রমাণ করেন যে -

Attested

ক) এই আইন অনুসারে নিবন্ধিত কোন জাতের নাম, জাতটি নিবন্ধনের দেশ অথবা স্থানের নাম অথবা প্রজননবিদের নাম, ঠিকানা সম্বলিত তথ্য সংক্রান্ত অভিযুক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার সময়, যথাযথ পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এবং ঐ সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে তাঁহার সন্দেহ না থাকা সত্ত্বেও অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে;

খ) জাতটি তিনি যাহার নিকট হইতে পাইয়াছেন সেই সম্পর্কে সমস্ত তথ্যাদি অভিযোগকারীর চাহিদা মতো তাহাকে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করা হইয়াছে; অথবা

গ) তিনি সরল বিশ্বাসে এই কাজ করিয়াছেন;

ঘ) সেই ক্ষেত্রে, ঐ ব্যক্তি সর্বনিম্ন ছয় মাস হইতে সর্ব্বোচ্চ দুই বৎসরের কারাদন্ড এবং সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ টাকা হইতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানায় দন্ডিত হইবে।

(৩) ১ নং উপ-ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ছাড়াও, যদি কোন কোম্পানি আইনের আওতায় অপরাধ সংঘটিত করে, এবং যদি প্রমাণিত হয় যে, উক্ত অপরাধ কোম্পানির কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব অথবা অন্য কোন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে বা উপেক্ষার কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তবে ঐ পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ও শাস্তিযোগ্য হইবেন।

(৪) (ক) এই ধারায়, ধারা ২৩ এর আওতাধীন ১, ২, ৩ এর শাস্তি সংক্রান্ত সম্ভাব্য বিষয়াদির অনুসন্ধান (Investigation) করতঃ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ ২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট (একজন প্রজননবিদ এবং একজন আইনবিদ) কমিটি গঠন করিয়া বিশ্লেষণ ভিত্তিক প্রতিবেদন জমাদানের জন্য এক মাস সময় দিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত প্রতিবেদন এর সুপারিশের বিষয়ে অপরাধীকে জানানোর এক মাসের ভিতর স্বপক্ষ সমর্থন করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(গ) কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন, সুপারিশ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রমাণাদি একক সভায় বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বিচারিক দায়িত্ব পালনের বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৪। ক্ষতিপূরণ (Compensation) ঃ

সংরক্ষিত অথবা অসংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতের জন্য প্রজননবিদ অথবা বীজ উৎপাদকের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অবহেলার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এবং সংক্ষুব্ধ কৃষক অথবা বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকার রাখেন।

২৫। বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা ঃ

সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার